Universal Jurisdiction (UJ), Argentina & Myanmar

সর্বজনীন এখতিয়ার বা ইউনিভার্সাল জুরিসডিকশন (UJ), আর্জেন্টিনা এবং মিয়ানমার

সর্বজনীন এখতিয়ার কী?

সাধারণত কোনো দেশের স্থানীয় (জাতীয়) আদালতে অপরাধের বিচার হতে পারে তখন:

- যখন ঐ দেশে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে,
- যখন ঐ দেশের বাইরে তাদের নাগরিকদের দ্বারা অপরাধসমূহ সংঘটিত হয়েছে, এবং
- যখন ঐ দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ঐ দেশের বাইরে (বিরল)।

বিপরীতে, সর্বজনীন এখতিয়ার মানে কিছু দেশের স্থানীয় (জাতীয়) আদালত কিছু সুনির্দিষ্ট গুরুতর অপরাধের মামলা পরিচালনা করতে পারে যদিও অপরাধটি তাদের দেশে সংঘটিত হয়নি, এমনকি অপরাধী তাদের নাগরিক নন।

এই ধারণাটি কেবল খুব গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অপরাধগুলি এত গুরুতর যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের বিরুদ্ধে অপরাধগুলি সংঘটিত হয়েছে বলে বিবেচনা করে। আর তাই এটা পুরো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সর্বজনীন উদ্বেগের বিষয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য যে কোনো রাষ্ট্রের এই সমস্ত অপরাধের জন্য এখতিয়ার থাকা উচিত।

প্রথমদিকে, সর্বজনীন এখতিয়ারের ধারণাটি পাইরেসি এবং দাস ব্যবসায়ের অপরাধকে মোকাবেলায় ব্যবহৃত হয়েছিল। বর্তমানে এটি যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা এবং মানবতা বিরোধী অপরাধের মতো সবচেয়ে মারাত্মক আন্তর্জাতিক অপরাধগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর মধ্যে নির্যাতন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনেক দেশই তাদের আদালতে সর্বজনীন এখতিয়ারকে স্বীকৃতি দিয়ে এবং মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়ে আইন প্রণয়ন করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে বেলজিয়াম, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া এবং আর্জেন্টিনা।

সর্বজনীন এখতিয়ারের ভিত্তিতে বিখ্যাত মামলা গুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যাডলফ আইচম্যান, অগস্টো পিনোশে, এরিয়েল শ্যারন এবং জর্জ বুশ সিনিয়রের মামলা।

কী ঘটছে আর্জেন্টিনায়?

মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলি আর্জেন্টিনার একটি আদালতে ১৩ নভেম্বর ২০১৯ সালে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সরকার ও সেনাবাহিনীর মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যার অভিযোগে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে।

এটি সম্ভব হয়েছে কারন আর্জেন্টিনার সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে এবং আইনে সর্বজনীন এখতিয়ার নীতি রয়েছে। ইতিপূর্বে আর্জেন্টিনার আদালত সর্বজনীন নীতি ব্যবহার করে চীনের ফালুন গং আন্দোলন এবং স্পেনের প্রাক্তন স্বৈরশাসক ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর শাসনের সাথে সম্পর্কিত মামলাটি সহ অন্যান্য মামলা পরিচালনা করেছে।

মামলার বিষয়বস্তুঃ

অভিযোগ পত্রটিতে মানবতা বিরোধী অপরাধ এবং গণহত্যা বিষয়ক সম্ভাব্য অপরাধসমুহের জন্য মিয়ানমারের শীর্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের তদন্ত ও বিচারের দাবি জানানো হয়েছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সেনাবাহিনী প্রধান, সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং এবং অন্যান্য সামরিক নেতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, এ ছাড়াও নাম রয়েছে রাজ্য উপদেষ্টা অং সান সু চি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিটিন কিউ এবং থেইন সেন এর। এছাড়াও এতে সন্ন্যাসী ইউ ওয়াইরাথু এবং রাজনীতিবিদ নে মিও ওয়ে সহ বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিকের নাম তালিকাভুক্ত করেছে।

অপরাধ সংগঠনকারী, দুষ্কর্মে সহযোগী এবং অপরাধকে গোপন করার বিষয়ে এই সকল ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা হচ্ছে মামলার বিষয়বস্তু। এটি রাষ্ট্র হিসেবে মিয়ানমারের দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত নয়।

সুবিধাদি:

- আর্জেন্টিনার মামলাটি আইসিজে এবং আইসিসিতে চলমান মামলা প্রক্রিয়ার পরিপূরক হবে:
    - মামলার কার্যপ্রণালীটি ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত (অন্যদিকে আইসিজের এখতিয়ার রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত)।
    - মামলাটি মিয়ানমারের ভূখণ্ডে সংঘটিত রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত (অন্যদিকে আইসিসির এখতিয়ার বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সংঘটিত কিছু অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ)।
- আর্জেন্টিনার আদালত মিয়ানমারের জন্য স্বতন্ত্র তদন্তকারী পদ্ধতি বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন মেকানিজম ফর মিয়ানমার (আইআইএমএম) কাছে ঘটনা অনুসন্ধান মিশন বা ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন (এফএফএম) এবং আইআইএমএম দ্বারা সংগৃহীত প্রমাণ সরবরাহ করার অনুরোধ করতে পারে। এটি আদালতের কাজকে অনেক সহজ করে তুলবে।
- যদি আর্জেন্টিনার মামলাটি চলমান থাকে তবে এটি মিয়ানমারের উপর একটা রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবে এবং অধিকতর নির্যাতনের বিরুদ্ধে এটি একটি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করতে পারে।
- আর্জেন্টিনার আদালত যদি সামরিক ও বেসামরিক নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে, তখন সেটি তাদের বিদেশে ভ্রমণের সুযোগকে সীমিত করতে পারে।

সীমাবদ্ধতা:

- এটি এখনো অজানা যে, আর্জেন্টিনার আদালত অভিযোগটি গ্রহন করতে এবং মামলাটি চালিয়ে যেতে চাইবে কি-না।
- আর্জেন্টিনার আদালতের এই এখতিয়ার মিয়ানমার প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অভিযোগগুলির কোনো জবাব দিবে না বলে তারা জানিয়েছে।
- মিয়ানমারের অসহযোগিতা অধিকতর তদন্ত এবং প্রমাণ সংগ্রহের কাজটিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।
- সন্দেহভাজনদের আর্জেন্টিনায় আদালতে হাজির করা (যেমনঃ প্রত্যর্পণ) কঠিন হবে এবং সেজন্য বিচার ব্যবস্থা/কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

***